৭০

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 25 MAY 1997 ..
পৃষ্ঠা 7 কলাম 1 ...

ঢাকা ভার্সিটির সকল হলে এখনও সার্বক্ষণিক পুলিশ দেওয়া হয় নাই

আনোয়ার আলদীন ॥ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট কর্তৃক ২০ দফা সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর প্রায় এক মাস অতিক্রান্ত হইলেও উহার

(১৫শ পৃঃ ৩-এর কঃ দ্রঃ)

ঢাকা ভার্সিটির

(১ম পৃঃ পর)

একটিও বাস্তবায়িত হয় নাই। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হলে ছাত্রদল নেতা তাজ হত্যাকাণ্ডের পর গঠিত 'ব্যারিষ্টার মইনুল হোসেন তদন্ত কমিটি'র সুপারিশের ভিত্তিতে গত ২৮শে এপ্রিল সিন্ডিকেট এক জরুরী সভায় এই ২০ দফা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এই সিদ্ধান্তগুলি বাস্তবায়িত না হওয়ার ফলে ক্যাম্পাস পরিস্থিতির উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হইতেছে না।

হল হইতে সন্ত্রাস নির্মূল ও বহিরাগত অছাত্র দমনে তদন্ত কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী সিন্ডিকেট সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছিল যে, সার্বক্ষণিকভাবে অতন্দ্র থাকার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব 'ক্যাম্পাস পুলিশ' নিয়োগ করিতে হইবে। এই সকল পুলিশকে উচ্চ শিক্ষিত এবং আধুনিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হইতে হইবে। যতক্ষণ ইহা না হইবে ততক্ষণ পুলিশ হল গেটের নিয়ন্ত্রণে থাকিবে এবং ছাত্রদের নিরাপত্তা বিধান করিবে। যেকোন বহিরাগত, অস্ত্রধারী বা সমস্যা সৃষ্টিকারীদের গ্রেফতারসহ হলে তল্লাশী চালাইবার ব্যাপারে পুলিশকে পূর্ণ ক্ষমতা দিতে হইবে। উহা ছাড়া শীঘ্রই সকল হলে সার্বক্ষণিক পুলিশ প্রহরার ব্যবস্থা করিতে হইবে। ব্যারিষ্টার মইনুল হোসেন তদন্ত কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে সিন্ডিকেটের এই সিদ্ধান্তের পর কর্তৃপক্ষ এই ব্যাপারে বিশেষ অগ্রসর হইতে পারে নাই। তাজ হত্যাকাণ্ডের পর হইতে ছাত্রদল নিয়ন্ত্রিত বিশ্ববিদ্যালয়ের উত্তর অংশের সূর্যসেন, কবি জসিমউদ্দিন, বঙ্গবন্ধু ও জিয়াউর রহমান হলের প্রবেশ গেটে স্থায়ীভাবে পুলিশ প্রহরা রহিয়াছে। সিন্ডিকেট সিদ্ধান্ত নেওয়া সত্ত্বেও ছাত্রলীগ নিয়ন্ত্রিত হলগুলিতে সার্বক্ষণিক পুলিশ প্রহরা জোরদার হইতেছে না। বর্তমানে ছাত্রদল নিয়ন্ত্রিত ৪টি হলে পুলিশ থাকায় শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বিরাজ করিতেছে। এই চারটি হলে বহিরাগত অছাত্রদের দৌরাত্ম্য হ্রাস পাইয়াছে। হলের ডাইনিং ক্যান্টিনে 'ফাও' খাওয়ার প্রবণতাও কমিয়াছে। তবে অপরাপর হলগুলিতে সার্বক্ষণিক পুলিশ না থাকায় অছাত্র-বহিরাগতরা অবস্থান করিতেছে। ফলে সন্ত্রাসী ঘটনারসমূহ সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে।

উহা ছাড়া ছাত্রদের পরিচয়পত্র নকলরোধে লেমিনেটেড পরিচয়পত্র করার সিদ্ধান্ত হইলেও তাহা কার্যকর হয় নাই। অন্য সিদ্ধান্তগুলির অবস্থাও অনুরূপ।

এই ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর আজাদ চৌধুরী বলেন, বিভিন্ন সমস্যার কারণে সিন্ডিকেটের গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নে বিলম্ব হইতেছে। তবে উহা অবশ্যই বাস্তবায়িত হইবে। তিনি জানান, ২৯শে মে সিনেটের শিক্ষক প্রতিনিধি নির্বাচনের পূর্বে সকল ছাত্রাবাসে পুলিশী প্রহরার ব্যবস্থা করা হইবে। ভিসি বলেন, আগামী ২/৩ দিনের মধ্যে প্রভোষ্ট স্ট্যান্ডিং কমিটির বৈঠকে সিন্ডিকেট গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের বিষয়ে আলোচনা হইবে।